জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১০৯তম সভার কার্যবিবরণী (সংশোধিত)

সভাপতি : ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি এবং সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি।
সভার তারিখ ও সময়: ২৩ জানুয়ারি ২০২৪, সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
সভার স্থান : ১ নং সম্মেলন কক্ষ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
সভায় উপস্থিতির তালিকা: পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য (সরাসরি) ।

আলোচ্য বিষয় ১: জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১০৮তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১০৮তম সভা ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি:, রোজ বুধবার বেলা ১০.৩০ ঘটিকায় ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী কারিগরি কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১০৮তম সভার কার্যবিবরণীর আলোচ্য বিষয় ১ এর সিদ্ধান্তে "সাপেক্ষে" এর পরিবর্তে "সহ", আলোচ্য বিষয় ২(ক) এর ২য় ছকে "Supreme Seed Company" এর পরিবর্তে "Supreme Seed Company Limited", ৪র্থ ছকে ব্রি হাইব্রিড ধান৫ এর ফলন ও জীবনকাল ৭.০২ টন/হেঃ ও ১৩৭ দিনের পরিবর্তে ৭.৯৬ টন/হেঃ ও ১৪৩ দিন, ৫ম ছকের ৫ নং কলামে ব্রিধান৮৮ ও ব্রি হাবব্রিড ধান৫, আলোচ্য বিষয় ৩, আলোচ্য বিষয় ৪ ও আলোচ্য বিষয় ৪ এ উপস্থাপিত ছক তিনটিতে "Heterosis" এর পরিবর্তে "Yield Advantage"; আলোচ্য বিষয় ৩, আলোচ্য বিষয় ৪, আলোচ্য বিষয় ৫ ও আলোচ্য বিষয় ৬ এ DUS Character গুলো সংশোধন করে লেখার বিষয়ে প্রস্তাব করা হয়।
আলোচনা শেষে প্রস্তাব অনুয়ায়ী কার্যবিবরণী সংশোধনপূর্বক ঐক্য মতের ভিত্তিতে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত: প্রস্তাব অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়-১, ২(ক), ৩, ৪, ৫ ও ৬ এ সংশোধনসহ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১০৮তম সভার কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ২: ২০২৩-২৪ আউশ মৌসুমের হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ।

২০২৩-২৪ আউশ মৌসুমের ২ (দুই)টি বীজ কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান হতে হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনের জন্য ০২ (দুই)টি হাইব্রিড ধানের জাতের বীজের নমুনা পাওয়া যায়। নিম্নে প্রাপ্ত জাতসমূহের তথ্যাবলি উল্লেখ করা হলোঃ

১ম বর্ষ (২০২৩-২৪): ১টি

Sl. No.	Seed Institute/Company	Variety Name & Parentage	Source Country	Year
1	Syngenta Bangladesh Ltd.	Syngenta Hybrid dhan15 (S-1206(S9001-V1)	India	2023-24 (1st year)

২য় বর্ষ (২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪): ২টি

Sl. No	Seed Institute/Company	Variety Name & Parentage	Source Country	Year
1	National AgriCare Import & Export Ltd.	National AgriCare Hybrid dhan11	India	2022-23(1st year) & 2023-24 (2nd year)

উক্ত ২টি হাইব্রিড জাতের সাথে ১টি চেক জাতসহ মোট ৩টি জাত ১টি সেটে (A সেট কোড নং- H-1656 থেকে H-1658) ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য গোপনীয় কোড প্রদান করে প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্য সচিব ও জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার ট্রায়াল বাস্তবায়নের ফলাফল কোড ভিত্তিক তৈরীপূর্বক পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবরে প্রেরণ করেন। উক্ত মাঠ মূল্যায়নের কোড ভিত্তিক দুই বছরের ফলাফল Computerized Mean Performance এর ভিত্তিতে Compilation পূর্বক পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতের ২ বছরের গড় হেটারোসিস অনস্টেশন ও অনফার্ম এ পৃথকভাবে ইনব্রিড চেকজাতের চেয়ে ২০% বেশি হতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং নিবন্ধন নির্দেশিকা অনুসারে, হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়নে গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত সর্বোচ্চ ফলনশীল মৌসুমভিত্তিক ইনব্রিড জাতকে চেক জাত হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে এবং নিবন্ধন চাহিত জাতের ফলন চেক জাতের চেয়ে ২০% বেশী Standared Heterosis হইলে হাইব্রিড জাত হিসাবে নিবন্ধন করার সুপারিশ করিতে হইবে।

গাইডলাইন অনুযায়ী ১ম ও ২য় বর্ষে চেক জাত হিসেবে ব্রি ধান৪৮ ব্যবহার করা হয়। ১ম বর্ষের ১টি জাতের চুড়ান্ত ফলাফল পরবর্তী বছরে ট্রায়াল করে মূল্যায়ন করা হবে। ২য় বর্ষে ১টি আউশ হাইব্রিড জাতের ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়।

এ প্রেক্ষিতে জনাব আহমেদ শাফী, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর বলেন, মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে দেখো যায় রংপুরে অনস্টেশন ও অনফার্মে ফলন অস্বাভাবিক কম পাওয়া গেছে। মূল্যায়ন কমিটি জানায় ফুল পর্যায়ে উচ্চ তাপমাত্রার কারনে চিটা বেশি হয় এবং ফলন কমে যায়। গাইডলাইন অনুযায়ী রংপুর অঞ্চলের ফলন বাদ দিয়ে বাকি অঞ্চলের ফলনের গড় কে ঐ অঞ্চলের ফলন বিবেচনা করে ফলাফল নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত হবে।

গাইডলাইনের উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী ২য় বর্ষে ট্রায়ালকৃত ১টি আউশ হাইব্রিড ধানের জাতের ফলাফল তেরী করে দেখা যায়, উক্ত জাতের ফলন চেক জাতের চেয়ে ২০% বেশী Standared Heterosis হয় নি।

সিদ্ধান্ত: ২০২৩-২৪ আউশ মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের জাতটি নিবন্ধনের শর্ত পূরণ না করায় জাতটি ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর সুপারিশ করা হলো না।

আলোচ্য বিষয় ৩: বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কর্তৃক প্রস্তাবিত ০১ (এক)টি মেস্তা পাটের জাত ছাড়করণ ।

SM-2 (বিজেআরআই মেস্তা৫): বিজেআরআই মেস্তা ৫ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত মেস্তার একটি উন্নত জাত। এ জাতটি স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বিশুদ্ধ সারি নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। সম্প্রতি জাতীয় বীজ বোর্ড এর মাঠ মূল্যায়নকারী দল কর্তৃক এ জাতটি প্রশংসিত হয়েছে। চলতি নাম মরু মেস্তা (Moru Mesta)। এ জাতের কান্ড সবুজ, পর্ব বেগুনি (Node Purple) বর্ণের, কান্ড সবুজ ও কান্ডে হাল্কা রোম (Hair) বিদ্যমান , পাতা করতলাকৃতি এবং পত্রবৃন্তের উভয় প্রান্তে বেগুনি ছোপ আছে । পাতা সবুজ এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১.৩৩ । পত্রবৃন্তের উভয় প্রান্তে বেগুনি ছোপ আছে। ফুল হাল্কা হলদে রঙের, ভেতরে মাঝখানে বেগুনি রঙের। ফল ডিম্বাকৃতির। বীজ কিডনি আকৃতির ও বাদামী রঙের, প্রতি হাজার বীজের ওজন ১৮.১২ গ্রাম (১০% MC)।

উল্লেখ্য, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতের পর পর দুই বছর Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটিতে ডিইউএস (DUS) পরীক্ষায় ব্যবহৃত চেক জাত বিজেআরআই মেস্তা৩ হতে ২৫ টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ১। (4) Length-breath ratio, ২। (7) Leaf pubescence, ৩। (8) Petiole color, ৪। (9) Petiole length, ৫। (12) Flower color, ৬। (17) Pigmentation of fruits (calyx and epicalyxes), ৭। (19)Fruit pubescence এবং ৮। (24) 1000 seed weight (Actual weight at10% moisture content) এ ৮টি বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গেছে।

উক্ত মেস্তার জাতটি ২০২৩-২৪ খরিফ-১ মৌসুমে ৪টি অনস্টেশন (পাটের কৃষি পরীক্ষা কেন্দ্র, জাগীর, মানিকগঞ্জ; পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র, রংপুর; পাট গবেষণা উপ-কেন্দ্র, মনিরামপুর যশোর ও বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, দিনাজপুর) এবং ৬টি অনফার্ম (সদর, মানিকগঞ্জ; সদর, কিশোরগঞ্জ; সদর, রংপুর; সদর, যশোর; সদর, দিনাজপুর এবং সদর, ফরিদপুর) সহ মোট ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানের মধ্যে ১০টি স্থানেই যথা পাটের কৃষি পরীক্ষা কেন্দ্র, জাগীর, মানিকগঞ্জ (১৩.৭%); পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র, রংপুর (১০.২৮%); পাট গবেষণা উপ-কেন্দ্র, মনিরামপুর যশোর (০৯.৬২%) ও বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, দিনাজপুর (০৯%), সদর, মানিকগঞ্জ (১৪.২৯%); সদর, কিশোরগঞ্জ (১১.৮০%); সদর, রংপুর (১১.৭১%); সদর, যশোর (১১.৪৬%); সদর, দিনাজপুর (০৯.২২%) ও সদর, ফরিদপুর (১৩.৮২%) এ প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাতের চেয়ে স্থানে ন্যূনতম ৮% বেশি আঁশের ফলন পাওয়া গিয়েছে। মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী প্রস্তাবিত জাতটির আঁশের গড় ফলন ২.৩৫ টন/হেক্টর ও চেক জাত বিজেআরআই মেস্তা৩ এর আঁশের গড় ফলন ২.১১ টন/হেক্টর। প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল ১১৮দিন ও চেক জাতের জীবনকাল ১১৮দিন। বিভিন্ন অঞ্চলে রোগবালাই এর আক্রমণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উক্ত জাতটিতে রোগ এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ চেক জাতের তুলনায় কম। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত ও চেক জাতের গড় উচ্চতা ও গোড়ার ব্যাস যথাক্রমে ২.৫১মিটার ও ১৫.৯৩ মি.মি. এবং ২.০২ মিটার ও ১৪.২২ মি.মি ।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত বিজেআরআই মেস্তা৫ পাটের জাতের মাঠ মূল্যায়ন ফলাফল নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো:

Sl no	Region	Trial Station	Dutation		Fibre yield (t/ha)		Stick yield(t/ha)		Phenotype		Infestation by pest and disease		Yield Advantage
			Proposed variety	Check variety	Proposed variety	Check variety	Proposed variety	Check variety	Proposed variety	Check variety	Proposed variety	Check variety	
1	Dhaka (On Station)	JAES, Manikganj	114	114	2.23	1.96	6.52	5.88	7	6	0	SR-2%, Anthracnose-1%,	**13.78%** fibre yield higher than check
2	Dhaka (On Farm)	Sader, Manikganj	113	113	2.24	1.96	6.14	5,56	7	6	0	SR-1%	**14.29%** fibre yield higher than check
3	Mymensingh (On Farm)	Sadar, Kishoreganj	115	115	2.37	2.12	6.62	5.78	8	7	0	SR-1%	**11.80%** fibre yield higher than check
4	Rangpur (On Station)	JRRS, Rangpur	118	118	1.94	1.76	5.00	4.61	8	7	0	SR-1%	**10.28%** fibre yield higher than check
5	Rangpur (On Farm)	Sadar Rangpur	118	118	2.29	2.05	5.89	5.33	8	7	0	0	**11.71%** fibre yield higher than check
6	Jashore (On Station)	JRSS, Manirampur Jashore	119	119	2.62	2.39	6.14	5.56	7	6	SP-2%	RR-1% SP-2%	**9.62%** fibre yield higher than check
7	Jashore (On Farm)	Kalampur, Sadar, Jashore	119	119	2.82	2.53	6.61	5.88	8	7	MB-1%	MB-1%	**11.46%** fibre yield higher than check
8	Dinajpur (On Station)	BJRI, Dinajpur	120	120	2.18	2	5.13	4.7	7	6	0	SR-1%,	**9%** fibre yield higher than check
9	Dinajpur (On Farm)	Sadar Dinajpur	121	121	2.37	2.17	6.47	5.77	7	6	0	0	**9.22%** fibre yield higher than check
10	Faridpur (On Farm)	Sadar, Faridpur	120	120	2.47	2.17	5.88	5.32	8	7	0	0	**13.82%** fibre yield higher than check
	Mean		118	118	2.35	2.11	6.04	4.88	7.5	6.5			

Check variety-BJRI mesta3.

N.B: SR-Stem Rot, RR=Root Rot, SP=Sucking Pest, MB=Mealy Bug

ছক অনুযায়ী, প্রস্তাবিত জাতটিতে ৪টির অধিক অঞ্চলে ৪টি অনস্টেশন এবং ৬টি অনফার্ম সহ মোট ১০ টি স্থানের মধ্যে ১০ টি স্থানেই চেক জাত এর চাইতে ন্যূনতম ৮% বেশি আঁশের ফলন পাওয়া গেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, পাট, কেনাফ এবং মেস্তা ফসলের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি অনুযায়ী, প্রস্তাবিত জাতটি সমান জীবনকাল সম্পন্ন এবং সর্বোচ্চ ফলনশীল চেক জাত এর চাইতে কমপক্ষে ৪টি অঞ্চলে ২টি অনস্টেশন এবং ৪টি অনফার্মসহ মোট ৬টি স্থানে ন্যূনতম ৮% বেশি আঁশের ফলন হইলে সারাদেশে ছাড়করণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এ প্রেক্ষিতে জনাব আহমেদ শাফী, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর বলেন, বিজেআরআই উদ্ভাবিত বিজেআরআই মেস্তা৫ জাতটি ৮টি বৈশিষ্ট্যে DUS পরীক্ষায় ব্যবহৃত চেক জাত বিজেআরআই মেস্তা৩ হতে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গিয়েছে এবং ৪টি অঞ্চলে ১০টি স্থানে চেক জাত হতে ৮% আশের ফলন বেশি পাওয়া গেছে। আঁশের গড় ফলন ২.৩৫ টন/হেক্টর। তবে কত % আর্দ্রতায় এ ফলন পাওয়া গেছে তা জানা প্রয়োজন।
ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি এবং সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি Ideal Condition এ মেস্তার ফলন এবং Yield Potential কত তা জানতে চান।

এর উত্তরে ড. মো: গোলাম মোস্তফা, সিএসও, প্রজনন বিভাগ, বিজেআরআই বলেন, মেস্তা পাঁচ মাসের ফসল। Crop Pattern এ অর্ন্তভূক্ত করার জন্য চার মাসে ফসলটি হার্ভেস্ট করা হয়। এ সময় ২.৫ হতে ৩.০ টন/হেক্টর ফলন পাওয়া যায় এবং পাঁচ মাসে হার্ভেস্ট করলে ৩.০ টন/হেক্টর ফলন পাওয়া যায়। তবে Yield Potential আরও বেশি হলেও মেস্তার Average Yield ৩.০ টন/হেক্টর। প্রস্তাবিত জাতটির ফলন রৌদ্রে শুকিয়ে ১০% ময়েশ্চার কনটেন্টে এ ওজন নেওয়া হয়েছে। এটির আঁশ মোটা এবং শক্ত। এবং জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল। খরা প্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী।

জনাব আহমেদ শাফী, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর বলেন, মাঠমূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেখা যায় আলোচ্য বিজেআরআই মেস্তা৫ জাতটিতে চেক জাত বিজেআরআই মেস্তা৩ হতে Stem Rot এর প্রকোপ কম হয়।

সভাপতি মহোদয় বলেন, যে কোন ফসলের প্রস্তাবিত জাতের Distinc Character এবং প্রস্তাবিত ও চেক জাতের পার্থক্য ও ছবিসহ Power point Presentation এ দেখাতে হবে। সর্বপরি Varietal Beauty সুন্দরভাবে তুলে ধরতে হবে। মাঠমূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুসারে রোগ ও পোকামাকড় আক্রমণের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

জনাব আহমেদ শাফী, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর বলেন, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী হতে প্রস্তাবিত ও চেক জাতের কোন কোন বৈশিষ্ট্য ও কি ধরনের ছবি উপস্থাপন করতে হবে ফসলওয়ারি তার Uniform Format সরবরাহ করা হবে।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কর্তৃক প্রস্তাবিত SM-2 লাইনটি বিজেআরআই মেস্তা৫ হিসেবে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৪: বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক প্রস্তাবিত ০১ (একটি)টি তোষা পাটের জাত ছাড়করণ

BJM-10-1-5 (বিনা তোষা পাট১): বিনা তোষাপাট১ এর কৌলিক সারি BJM-10-1-5| উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) হতে জেআরও-৫২৪ কে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে এর কৌলিক বৈশিষ্ট্য এর স্থায়ী পরিবর্তন সাধন এর মাধ্যমে BJM-10-1-5 মিউট্যান্ট লাইন উদ্ভাবন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর গবেষণা মাঠে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচনের কয়েক বৎসর ফলন পরীক্ষার করা হয়। জাতটি আগাম বপন উপযোগী (মার্চ এর তৃতীয় সপ্তাহ- এপ্রিল)। বীজ ধূসর বর্ণের এবং এক হাজার দানার ওজন ১.৮৩ গ্রাম ((১০%এম.সি.)। পাতা মসৃণ এবং আকৃতি গোলাকার লেন্সাকৃতি বিশিষ্ট। মাতৃজাত জেআরও-৫২৪ অপেক্ষা উন্নত আঁশ বিশিষ্ট (অধিকতর উজ্জ্বল এবং শক্ত)। বীজ উৎপাদন এর জন্য আগস্ট মাসে কাটিং লাগিয়ে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কর্তন করা যায়। প্রতি পডে ১৯০-২২৫টি বীজ থাকে যা মাতৃজাত হতে ৩০-৫০টি বেশি।

উল্লেখ্য, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতের পর পর দুই বছর Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটিতে ডিইউএস (DUS) পরীক্ষায় ব্যবহৃত মাতৃ জাত (প্যারেন্টেজ) JRO-524 হতে ১৬ টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ১। (5) Leaf length-breath ratio, ২। (10) Days to first flowering, ৩। (11) Days to flowering of 50% plants, ৪। (14) Seed coat color এবং ৫। (15)1000 seed weight Actual weight at10% moisture content এ ৫ টি বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গেছে।

উক্ত তোষা পাটের জাতটি ২০২৩-২৪ খরিফ-১ মৌসুমে ৪টি অনস্টেশন (বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ; বিনা উপকেন্দ্র, ঈশ্বরদী; বিনা উপকেন্দ্র, মাগুরা ও বিনা উপকেন্দ্র, রংপুর) এবং ৬টি অনফার্ম (সদর, মানিকগঞ্জ; সদর, কিশোরগঞ্জ;

সদর, পাবনা; সদর, যশোর; মেট্রো, রংপুর এবং সদর, ফরিদপুর) সহ মোট ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানের মধ্যে ৪টি অনস্টেশন এ যথা বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ (৫২.২৪%); বিনা উপকেন্দ্র, ঈশ্বরদী (১৬৮.০৬%); বিনা উপকেন্দ্র, মাগুরা (১৫.০৩%) ও বিনা উপকেন্দ্র, রংপুর (০৮%) এবং ৬টি অনফার্ম এ যথা সদর, মানিকগঞ্জ (০৮%) ; সদর, কিশোরগঞ্জ(২০.৩৮%); সদর, পাবনা (৫০.৮৭%); সদর, যশোর (১২২.০৪%) ও সদর, ফরিদপুর (৪৪.৬৬%) প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাতের চেয়ে স্থানে ন্যূনতম ৮% বেশি আঁশের ফলন বেশি পাওয়া গিয়েছে। মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী প্রস্তাবিত জাতটির আঁশের গড় ফলন ৪.১৭ টন/হেক্টর ও মাতৃ জাত (প্যারেন্টেজ) জেআরও-৫২৪ এর আঁশের গড় ফলন ২.৫৬ টন/হেক্টর। প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল ১১৮দিন ও চেক জাতের জীবনকাল ১১৮দিন। বিভিন্ন অঞ্চলে রোগবালাই এর আক্রমণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উক্ত জাতটিতে রোগ এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত ও চেক জাতের গড় উচ্চতা ও গোড়ার ব্যাস যথাক্রমে ৩.৭১ মিটার ও ১৯.৩৪ মি.মি. এবং ৩.২৯ মিটার ও ১৫.৩৬ মি.মি ।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর প্রস্তাবিত বিনা তোষা পাট জাতের মাঠ মূল্যায়ন ফলাফল নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলোঃ

Sl no	Region	Trial Station	Duration		Fibre yield (t/ha)		Stick yield(t/ha)		Phenotype		Infestation by pest and disease		Yield Advantage
			Proposed variety	Check variety	Proposed variety	Check variety	Proposed variety	Check variety	Proposed variety	Check variety	Proposed variety	Check variety	
1	Dhaka (On Farm)	Sader, Manikganj	116	116	4.80	4.45	9.80	9.58	8	7.5	HC-1%	DB-3% HC-1%	8.0% fibre yield of higher than check
2	Mymensingh (On Station)	BINA, Mymensingh	118	118	4.75	3.12	9.65	7.60	8	7	SR-1% HC-1%	SR-1% HC-1%	52.24% fibre yield higher than check
3	Mymensingh (On Farm)	Sadar, Kishoreganj	112	112	5.02	4.17	11.74	11.27	8	7	0	0	20.38% fibre yield higher than check
4	Bougra (On Station)	BINA, Ishwardi	102	102	3.15	2.63	10.1	8.5	9	7	SR -1%, CP-3%	SR -1%, CP-%	9.77% fibre yield higher than check
5	Rajshahi (On Farm)	Sadar,Pabna	134	134	4.33	2.87	9.5	7.2	9	7	SR -1%, CP-1%	SR -1%, CP-1%	50.87% fibre yield higher than check
6	Jashore (On Station)	BINA,Magora	125	125	3.98	3.46	7.90	6.80	8	7	BB-1 HC-1	BB-1 HC-1	15.03% fibre yield higher than check
7	Jashore (On Farm)	Sadar, Jashore	119	119	4.13	1.86	9.21	3.89	8	7	SR-1% HC-1%	SR-1% HC-1%	122.04 % fibre yield higher
8	Rangpur (On Station)	BINA, Rangpur	117	117	4.01	3.72	8.33	7.89	5	6	Disease-3 Pest-2	Disease-5 Pest-2	8.0% fibre yield higher
9	Rangpur (On Farm)	Metro, Rangpur	117	117	3.87	3.62	8.69	7.99	3	4	Disease - 2 Pest-5	Disease-3 Pest-5	6.91% fibre yield higher than check
10	Faridpur (On Farm)	Sadar, Faridpur	119	119	3.66	2.53	8.20	6.05	8	7	SR -1%, HC-1%	SR -1%, HC-	44.66% fibre yield higher

Sl no	Region	Trial Station	Duration		Fibre yield (t/ha)		Stick yield(t/ha)		Phenotype		Infestation by pest and disease		Yield Advantage
			Proposed variety	Check variety	Proposed variety	Check variety	Proposed variety	Check variety	Proposed variety	Check variety	Proposed variety	Check variety	
												1%	than check
	Mean		118	118	4.17	2.56	9.31	7.67	7.4	6.65			

Check Variety – JRO-524

NB: DB- Die-back, HC=Hairy Caterpillar, SR-Stem Rot, CP= Caterpillar, BB=Black Band, D=Disease, P=Pest

ছক অনুযায়ী, প্রস্তাবিত জাতটিতে ৪টির অধিক অঞ্চলে ১০ টি স্থানের মধ্যে ৪টি অনস্টেশন এবং ৫টি অনফার্ম সহ মোট ৯ টি স্থানে চেক জাত এর চাইতে ন্যূনতম ৮% বেশি আঁশের ফলন পাওয়া গেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, পাট, কেনাফ এবং মেস্তা ফসলের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি অনুযায়ী, প্রস্তাবিত জাতটি সমান জীবনকাল সম্পন্ন এবং সর্বোচ্চ ফলনশীল চেক জাত এর চাইতে কমপক্ষে ৪টি অঞ্চলে ২টি অনস্টেশন এবং ৪টি অনফার্মসহ মোট ৬টি স্থানে ন্যূনতম ৮% বেশি আঁশের ফলন হইলে সারাদেশে ছাড়করণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

জনাব আহমেদ শাফী, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর বলেন, বিনা জেআরও-৫২৪ কে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে এর কৌলিক বৈশিষ্টের স্থায়ী পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে প্রস্তাবিত তোষা পাটের মিউট্যান্ট লাইনটি উদ্ভাবন করেছে। DUS Test এ ৫টি বৈশিষ্ট্যে চেক জাত জেআরও-৫২৪ হতে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গেছে। মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতটির ফলন ৪.১৭ টন/হেক্টর যা এর একটি বেশ ভালো দিক।

মো: সামিউল হক, উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা, ময়মনসিংহ বলেন, প্রতি বছর জেআরও-৫২৪ জাতটির ৫০০০-৬০০০ মে.টন বীজ ভারত হতে আমদানি করা হয়। প্রস্তাবিত তোষা পাটের জাতটি মিউটেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে ৮ বছর সময় নিয়ে উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং এ জাতটি ব্যবহার করে বীজ উৎপাদন করা সম্ভব।

এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন, মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, প্রস্তাবিত তোষা পাটের সর্বোচ্চ আশের ফলন ৫.০২ টন/হে: এবং গড় ফলন ৪.১৭ টন/হে:। গড় ফলন বেশী হলেও এক একেকটি স্থানের ফলন আলাদাভাবে বেশী নয় এবং ফলনে ধারাবাহিকতা নেই।

এর উত্তরে ড.সাকিনা খানম, সিএসও, বিনা বলেন, যশোরে খরার কারণে চেক জাতের ফলন কমে যায়। ফলে সেখানে Yield Advantage এ অস্বাভাবিকতা দেখা যায়।

ড. মো: গোলাম মোস্তফা, সিএসও, প্রজনন বিভাগ, বিজেআরআই বলেন, জেআরও-৫২৪ নিয়ে দেশে বর্তমানে অনেক কথা হচ্ছে এবং জাতটির ব্যপক চাহিদা রয়েছে। এ সময় এর বিকল্প একটি জাত প্রয়োজন। জেআরও-৫২৪ কে রেডিয়েশন দিয়ে প্রস্তাবিত জাতটি উদ্ভাবন করায় বিনাকে সাধুবাদ জানাই। তবে জাতটির গড় ফলন ৪.১৭ টন/হে: এসেছে যা জাতীয় পর্যায়ে প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। সেক্ষেত্রে আরেকবার ট্রায়াল করা যেতে পারে।

এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় জেআরও-৫২৪ এর বীজ বাংলাদেশে হয় কিনা এবং বিজেআরআই কর্তৃক পাট বীজ উৎপাদনে কী ধরণের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে ড. মোঃ আকতার হোসেন খান, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন, Seeds Without Borders (SWB) Protocol এর আওতায় ভারতীয় পাটের জাত জেআরও-৫২৪ কে বাংলা দেশে ছাড়করণ করা হলে জাতটির বীজ উৎপাদন করা যাবে।

ড.নার্গীস আক্তার, পরিচালক (কৃষি উইং), বিজেআরআই বলেন, সকল Oletorious এরই বীজ হয়। কিন্তু জেআরও-৫২৪ এর বীজ বাংলাদেশের সব জায়গায় হয় না। এটির বীজ উত্তর বঙ্গে ও লবনাক্ত এলাকায় হয়। এছাড়া বাহ্যিকভাবে জেআরও-৫২৪ জাতটির সাথে প্রস্তাবিত জাতটির পার্থক্য থাকলে ভালো হতো। তবে DUS Test এ Leaf length-breath ratio, Days to flowering of 50% plants, Seed coat color প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য পাওয়া গেছে। প্রস্তাবিত জাতের বীজের রং Grey

পাওয়া গেছে। প্রস্তাবিত ও চেক জাতের বীজের পাশাপাশি ছবি উপস্থাপন করা হলে ভালো হতো। এটি যে একটি High yielding variety সেটি বোঝা যাচ্ছে। Seeds Without Borders (SWB) Protocol এর মাধ্যমে জেআরও-৫২৪ বাংলাদেশে ছাড়করণ হচ্ছে। পাশাপাশি বিনার প্রস্তাবিত জাতটিও ছাড়করণ করা হলে ভালো হবে। তবে আরেকবার ট্রায়ালের মাধ্যমে আসলে ভালো হতো।

সভাপতি মহোদয় প্রস্তাবিত মিউটেন্ট জাতটির বীজ হয় কিনা এবং হলে কি পরিমান বীজ হয় তা জানতে চান।

এর উত্তরে মো: সামিউল হক, উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বিনা, ময়মনসিংহ বলেন, ১০ টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতটির ট্রায়ালে বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। সেখানে প্রতি শতাংশে ২.৭-৩.০ কেজি বীজ পাওয়া গিয়েছে যা মাতৃজাত জেআরও-৫২৪ থেকে ০.৭৫ কেজি বেশী।

সভাপতি মহোদয় বলেন, যেহেতু প্রস্তাবিত জাতের বীজ হয় তা হলে জাতটি ছাড়করণ করা হলে তোষা পাটের বীজের জন্য আমদানী নির্ভরতা কমবে। জাতটি থেকে বীজের পাশাপাশি বেশী আঁশ পাওয়া যায় কিনা জানতে চান।

এর উত্তরে মো: সামিউল হক, উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বিনা, ময়মনসিংহ বলেন, বেশী আঁশ পাওয়া যায়। প্রস্তাবিত জাতটির কাটিং থেকে বীজ করা হয়। বীজ থেকে উৎপন্ন গাছের আঁশের মান ভালো হয় না। আগস্ট মাসে কাটিং করে তা থেকে বীজ রাখা হয়।

সিদ্ধান্ত: ১।বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক প্রস্তাবিত ০১ (একটি)টি তোষা পাটের লাইন BJM-10-1-5 বিনা তোষাপাট১ নামে ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।

২। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়িত "পাট বীজ উৎপাদনের রোডম্যাপ" বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিএআরসি এর নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল পর্যবেক্ষন করবে।

আলোচ্য বিষয় ৫: বীজ আলু বীজমান ও মাঠমান সংশোধন।

পূর্ব থেকে সারা বিশ্বে আলু বীজ উৎপাদনে ক্লোনাল সিলেকশন পদ্ধতি ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। অতি সম্প্রতি টিস্যু কালচারের মাধ্যমে আলু বীজের উৎপাদনের বিষয়টি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। পূর্বের বীজমান ও মাঠমান ক্লোনাল সিলেকশন পদ্ধতিতে উৎপাদিত বীজ আলুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।কিন্তু বীজ বিধিমালা, ২০২০ এ টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত বীজ আলুর বিভিন্ন শ্রেণীর মাঠমান ও বীজমান বীজ ব্যবহারের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। বর্তমানে ক্লোনাল সিলেকশন পদ্ধতির মাধ্যমে বীজ আলুর উৎপাদন বহুলাংশে কমে গেছে। ক্লোনাল সিলেকশন পদ্ধতি এবং টিস্যু কালচার দুটির মাধ্যমেই উৎপাদিত বীজ আলুর বীজমান এবং মাঠমান বহাল রয়েছে। তবে দুটি পদ্ধতিতে উৎপাদিত বীজ আলুর বীজমান এবং মাঠমান এর প্যারামিটারে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ক্লোনাল সিলেকশন পদ্ধতি এবং টিস্যু কালচার পদ্ধতি - এই দুটি পদ্ধতিতে উৎপাদিত বীজ আলুর বীজমান এবং মাঠমান একই রকম হওয়া উচিত। পূর্বের ক্লোনাল সিলেকশন পদ্ধতিতে উৎপাদিত বীজ আলুর জন্য নির্ধারিত বীজ আলুর বীজমান এবং মাঠমানের পরিবর্তে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উৎপাদিত বীজ আলুর বীজমান এবং মাঠমান ব্যবহার করা উচিত। এ নিমিত্তে বীজ আলুর বিদ্যমান বীজমান এবং মাঠমান সংশোধন করা জরুরী। পরিশিষ্ট-ক এ টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উৎপাদিত বীজ আলুর বীজমান এবং মাঠমান এবং ক্লোনাল সিলেকশন পদ্ধতিতে উৎপাদিত বীজ আলুর বীজমান এবং মাঠমান পাশাপাশি উপস্থাপন করা হলো।

মো. শাহজাহান আলী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সোসাইটি অফ সীড টেকনোলজি বলেন, Clonal Selection এর জন্য বীজ আলুর মান ও Tissue Culture পদ্ধতিতে বীজ আলুর মান পাশাপাশি উপস্থাপন করা গেলে ভলো হতো।

ড. মোঃ খালেকুজ্জামান, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন, Clonal Selection এর জন্য বীজ আলুর মানকে Tissue Culture পদ্ধতিতে বীজ আলুর মান দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যায়।

জনাব আইভী রহমান, প্রফেসর, বশেমুরকৃবি বলেন, বীজ আলুর জন্য একই রকম Standard করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ Clonal Selection এর জন্য বীজ আলুর বীজমান এবং মাঠমান এর পরিবর্তে Tissue Culture পদ্ধতিতে বীজ আলুর জন্য নির্ধারিত বীজমান এবং মাঠমানকে বীজমান এবং মাঠমান Standard বিবেচনা করার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৬: বীজ আলুর প্রত্যয়ন ট্যাগ প্রদান প্রসঙ্গে।

বর্তমানে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজের প্রত্যয়ন দিচ্ছে। আলু অনিয়ন্ত্রিত হওয়ার পর ৯৪টি জাত নিবন্ধিত হয়েছে। আলু অনিয়ন্ত্রিত হওয়া পর জাত আমদানীকারী ও নিবন্ধনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিবন্ধিত আলুর জাতগুলোর বীজের প্রত্যয়ন চাচ্ছে। বেশীরভাগ প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব টিস্যু কালচার ল্যাব নেই । বিদেশ থেকে শুধুমাত্র S, SE ও E শ্রেণীর বীজ আমদানীপূর্বক ভিত্তি শ্রেণীর বীজের প্রত্যয়ন চাচ্ছে যা বিধিসম্মত নয়। এ জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী থেকে বীজ আলুর প্রত্যয়ন দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ইতিমধ্যে আলু টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি মূল্যায়ন কমিটির অতি সম্প্রতি মিটিং হয়। মিটিং এর সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী দেশে বিদ্যমান সকল টিস্যু কালচার ল্যাবকে ২০২৪ সালের মধ্যে নিবন্ধন নেয়ার তাগিদ দেয়া হয়। আলু অনিয়ন্ত্রিত ফসল হওয়া পরও এসসিএ অবমুক্ত হওয়া জাতের বীজ আলুর প্রত্যয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।কিন্তু এখন থেকে টিস্যু কালচার এর মাধ্যমে আলু বীজ উৎপাদন না হলে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পক্ষে ঐ বীজ আলুর প্রত্যয়ন দেয়া বিধিসম্মত হবে না।

জনাব আহমেদ শাফী, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন, বীজ উৎপাদন ও আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানগুলো S, SE ও E শ্রেণীর বীজ এনে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রত্যয়ন চাচ্ছে। তিনি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক S, SE ও E শ্রেণীর বীজের প্রত্যয়ন করার বিষয়ে সভার মতামত চান।

এর উত্তরে জনাব মো. শাহজাহান আলী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সোসাইটি অফ সীড টেকনোলজি বলেন, বীজ আলুর টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন, মূল্যায়ন ও স্থাপন নির্দেশিকা, ২০১৯ এ বীজ আলুর ৬ টি শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে। এ নির্দেশিকায় আরো বলা আছে, " বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী শুধুমাত্র এ নির্দেশিকার অধীন নিবন্ধিত ল্যাবরেটরীসমুহের টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত বীজ আলুর প্রত্যয়ন ট্যাগ প্রদান করিবে।" টিস্যু কালচারের জন্য ১ম যে বীজ ব্যবহৃত হবে তা হতে হবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রিডার বীজ। ব্রিডার বীজ ছাড়া সরাসরি বাজার থেকে বা মাঠ থেকে বীজ সংগ্রহ করে ব্যবহার করা যাবে না। বিদেশ থেকে যে S,SE এবং E শ্রেণীর যে বীজ আনা হয় সেগুলো Truthfully Labelled Seed এবং এগুলোর প্রত্যয়ন দেয় যাবে না। প্রত্যয়ন দেয়ার পূর্বে বীজের Primary Source জানা থাকতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিবন্ধিত বা আমদানিকৃত আলুর জাতের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ল্যাবরেটরীসমুহের টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত বীজ আলুর প্রত্যয়ন ট্যাগ প্রদান করবে।

আলোচ্য বিষয় ৭: উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এনএসবি এর ১০৯তম সভায় অনুমোদিত গাইডলাইনসমূহে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়াদি অন্তর্ভূক্তিকরণ।

০২ মার্চ, ২০২৩ এ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৯তম সভায় ইনব্রেড ধান, হাইব্রিড ধান ও ইনব্রেড গম এর জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতির সংশোধিত গাইডলাইনসমূহ অনুমোদন দেয়া হয়। পরবর্তীতে যথাযথভাবে ট্রায়াল বাস্তবায়নের স্বার্থে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিম্নের ছকে বর্ণিত বিষয়াদি গাইডলাইনে অর্ন্তভূক্ত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উক্ত বিষয়গুলো অনুমোদিত হলে এবং গাইডলাইনে অর্ন্তভূক্ত করা হলে ট্রায়াল বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ অধিকতর সহজ হবে।

হাইব্রিড ধানের মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতি		
ক্র. নং	এনএসবি এর ১০৯তম সভায় অনুমোদিত	উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে সংশোধিত
২(২)	আবেদন ফরমের সহিত জাত মূল্যায়নের জন্য প্রস্তাবিত জাতের কমপক্ষে ০৮(আট) কেজি নমুনা বীজসহ ট্রায়াল স্থাপনের খরচ বোরো মৌসুমে ০৭ নভেম্বর, আউশ মৌসুমে ১৫ ফেব্রুয়ারি ও আমন মৌসুমে ১৫ মে-এর মধ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট পৌছাইতে হইবে;	আবেদন ফরমের সহিত জাত মূল্যায়নের জন্য প্রস্তাবিত জাতের কমপক্ষে **১০(দশ)** কেজি নমুনা বীজসহ ট্রায়াল স্থাপনের খরচ বোরো মৌসুমে ০৭ নভেম্বর, আউশ মৌসুমে ১৫ ফেব্রুয়ারি ও আমন মৌসুমে ১৫ মে-এর মধ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট পৌছাইতে হইবে;

২(৫)	আবেদনকারী আবেদনপত্রের সহিত প্রস্তাবিত হাইব্রিড ধানের জাতের মলিকুলার ডাটা (SSR Markers/ গ্রহণযোগ্য Markers এর মাধ্যমে), পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এর দপ্তরে সরবরাহ করিবে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী প্রয়োজনে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহায়তায় উক্ত মলিকুলার ডাটা যাচাই করিবে।	আবেদনকারী আবেদনপত্রের সহিত প্রস্তাবিত হাইব্রিড ধানের জাতের মলিকুলার ডাটা (SSR Markers/ গ্রহণযোগ্য Markers এর মাধ্যমে), প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতের Phytosanitary Certificate এর নম্বর/ বিবরণী এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ ছাড়পত্র- IP ও RO পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এর দপ্তরে সরবরাহ করিবে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী প্রয়োজনে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান এর সহায়তায় উক্ত মলিকুলার ডাটা যাচাই করিবে। মিলিং আউটটার্ন এবং এ্যামাইলোজের পরিমান স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে পরীক্ষাপূর্বক ইহার রিপোর্ট ছাড়করণের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।
	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর জন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্দিষ্ট খামার ব্যবহার করিবে এবং অনফার্ম ট্রায়ালের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় নিকটবর্তী এলাকার প্রগতিশীল কৃষকের মাঠ ব্যবহার করিবে।	**বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সংশ্লিষ্ট জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিডি, ইউএও, এসএও, ডিএই) সহযোগিতায় অনফার্ম পরীক্ষা সম্পন্ন করিবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় জনবলের সহযোগিতায় অনস্টেশন পরীক্ষা সম্পন্ন করিবে।**
৩(৩)		**অনস্টেশন ও অনফার্ম এর ট্রায়াল স্থান- রাঙ্গামাটি অঞ্চলে বিনা উপকেন্দ্র, খাগড়াছড়ি; রাজশাহী অঞ্চলে বিনা উপকেন্দ্র, বিনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), সুবর্ণচর, নোয়াখালি এবং নতুন ৪টি অঞ্চল ফরিদপুর অঞ্চল, খুলনা অঞ্চল, বগুড়া অঞ্চল এবং দিনাজপুর অঞ্চল** সংযোজন করা হয়েছে।
৩(৪)	বর্ণিত ১০টি কৃষি অঞ্চলের মধ্যে ন্যূনতম ৬টি অঞ্চলের খামারে প্রতিটি RCBD ডিজাইনে তিনটি Replication এর মাধ্যমে অনস্টেশন টেস্ট প্লট এবং ন্যূনতম ৬টি নিকটবর্তী কৃষক পরিবারের জমিতে অনফার্ম ট্রায়ালের ব্যবস্থা করিতে হইবে;	বর্ণিত **১৪টি** কৃষি অঞ্চলের মধ্যে ন্যূনতম ৬টি অঞ্চলের খামারে প্রতিটি RCBD ডিজাইনে তিনটি Replication এর মাধ্যমে অনস্টেশন টেস্ট প্লট এবং ন্যূনতম ৬টি নিকটবর্তী কৃষকের জমিতে অনফার্ম ট্রায়ালের ব্যবস্থা করিতে হইবে; তবে, প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু জাতের (বন্যা,আকস্মিক বন্যা, খরা, ঠান্ডা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি) বিবেচনায় ন্যূনতম ৪টি অঞ্চলে ৪টি অনস্টেশন পরীক্ষা এবং ৪টি অনফার্ম পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতটি ৩টি অঞ্চলে ৩টি অনস্টেশন পরীক্ষা এবং ৩টি অনফার্ম পরীক্ষায় সর্বাধিক ফলনশীল মৌসুমভিত্তিক ইনব্রেড জাতের চেয়ে ২০% ফলন বেশী হলে অঞ্চলভিত্তিক নিবন্ধনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ন্যূনতম ৪টি অঞ্চল না পাওয়া গেলে সেই ক্ষেত্রে ৪টি এর কম সংখ্যক অঞ্চলের ন্যূনতম ৬টি স্থানে (৩টি অনস্টেশন এবং ৩টি অনফার্ম) ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতটি সর্বাধিক ফলনশীল মৌসুমভিত্তিক ইনব্রেড জাতের -এর চাইতে কমপক্ষে ৪টি (২টি অনস্টেশন এবং ২টি অনফার্ম) স্থানে ন্যূনতম ২০% বেশি ফলন হইলে অঞ্চলভিত্তিক নিবন্ধনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে । -ব্রি **কর্তৃক প্রস্তাবিত।**

৩(১১)		**দানার আকার-আকৃতি বিবেচনায় রেখে স্ট্যান্ডার্ড চেক নির্বাচন করিতে হইবে। সুগন্ধি জাতের ক্ষেত্রে সুগন্ধি ইনব্রেড জাত চেক জাত হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। চেক জাতের ক্ষেত্রে প্রজনন শ্রেণির বীজ পরীক্ষার জন্য অগ্রাধিকার পাইবে।**
৪(১)	কারিগরি কমিটির গঠিত "আঞ্চলিক মাঠ মূল্যায়ন দল" প্রতিটি অঞ্চলের ছক মোতাবেক (পরিশিষ্ট 'খ') ট্রায়াল প্লটের তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করিবে। তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়নের সময় প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত থাকিবেন;	কারিগরি কমিটির গঠিত "আঞ্চলিক মাঠ মূল্যায়ন দল" প্রতিটি অঞ্চলের ছক মোতাবেক (পরিশিষ্ট 'খ') ট্রায়াল প্লটের তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করিবে। তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়নের সময় **বিএসএ-এর একজন** প্রতিনিধি আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত থাকিতে পারিবেন;
৫(৪)	জাত নিবন্ধনের ৩য় বৎসর হইতে ৬ষ্ঠ বৎসর পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের পরিমাণের ভিত্তিতে যথাক্রমে শতকরা সর্বোচ্চ ৮০, ৬০, ৪০ ও ২০ ভাগ এফ-১ ধান বীজ আমদানির অনুমতি প্রদান করা যাইবে। সর্বাধিক ছয় বছরের জন্য একটি নিবন্ধিত জাতের বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া হইবে। ৭ম বৎসর হইতে প্যারেন্ট লাইনস (Parent Lines) ব্যতীত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত হাইব্রিড জাতের বীজ আমদানি করা যাইবে না।	**বোরো মৌসুমের জাতের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬ বৎসরের জন্য নিবন্ধন কার্যকর হইবে।** জাত নিবন্ধনের ৩য় বৎসর হইতে ৬ষ্ঠ বৎসর পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের পরিমাণের ভিত্তিতে যথাক্রমে শতকরা ৮০, ৬০, ৪০ ও ২০ ভাগ এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির অনুমতি প্রদান করা যাইবে। সর্বাধিক ছয় বৎসরের জন্য একটি নিবন্ধিত জাতের বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া হইবে। ৭ম বৎসর হইতে প্যারেন্ট লাইনস (Parent Lines) ব্যতীত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত হাইব্রিড জাতের এফ-১ ধান বীজ আমদানি করা যাইবে না। **তবে, আমদানির উৎস দেশ হইতে রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা থাকিলে প্যারেন্ট লাইনস আমদানির স্বার্থে বৎসরে সর্বোচ্চ ১৫ টন এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির অনুমতি দেওয়া যাইবে।**
৫(৫)	তবে, আমদানির উৎস দেশ হইতে রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা থাকিলে প্যারেন্ট লাইনস আমদানির স্বার্থে বৎসরে সর্বোচ্চ ১৫ টন এফ-১ ধান বীজ আমদানির অনুমতি দেওয়া যাইবে।	**আমন এবং আউশ মৌসুমের হাইব্রিড ধানের জাতের ক্ষেত্রে জাত নিবন্ধনের সর্বনিম্ন ১০ বৎসর এবং সর্বোচ্চ ১২ বৎসর পর্যন্ত F1 হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির অনুমতি দেওয়া যাইবে।**

ইনব্রেড গমের মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতি

ক্র. নং	এনএসবি এর ১০৭তম সভায় অনুমোদিত	উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে সংশোধিত
৩.	জাত মূল্যায়নের জন্য দেশের ১৩টি কৃষি অঞ্চলের ন্যূনতম ১০টি অঞ্চলে The Randomized Complete Block Design (RCBD) এ ৩টি রেপ্লিকেশন এর মাধ্যমে ৪টি অনস্টেশন পরীক্ষা এবং ৬টি অনফার্ম পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রস্তাবিত জাতটি সমান জীবনকালসম্পন্ন চেক জাত (ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলনসম্পন্ন জাত)-এর চেয়ে কমপক্ষে ৬টি স্থানে ন্যূনতম ১০% বেশি ফলন বা বিশেষ গুণসম্পন্ন হলে সারাদেশে ছাড়করণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে, প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু জাতের বিবেচনায় ন্যূনতম ৬টি অঞ্চলে ২টি অনস্টেশন পরীক্ষা এবং ৪টি অনফার্ম পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতটি সমান জীবনকালসম্পন্ন চেক জাত (ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলনসম্পন্ন জাত)-এর চেয়ে কমপক্ষে ৪টি স্থানে ন্যূনতম ১০% বেশি ফলন বা বিশেষ গুণসম্পন্ন হলে হলে সারাদেশে ছাড়করণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।	জাত মূল্যায়নের জন্য দেশের ১৩টি কৃষি অঞ্চলের মধ্যে ন্যূনতম ৬টি অঞ্চলে The Randomized Complete Block Design (RCBD) এ ৩টি রেপ্লিকেশন-এর মাধ্যমে ৪টি অনস্টেশন পরীক্ষা এবং ৬টি অনফার্ম পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রস্তাবিত জাতটি সমান জীবনকালসম্পন্ন চেক জাত (ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলনসম্পন্ন জাত)-এর চাইতে কমপক্ষে ৬টি স্থানে ন্যূনতম ১০% বেশি ফলন হইলে সারাদেশে ছাড়করণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। **বিশেষ গুণসম্পন্ন জাতের (ক্ষতিকারক রোগ প্রতিরোধী এবং পোকা প্রতিরোধী, প্রোটিন %, জিংক Enriched, খাটো জাত (Dwarf Variety) ইত্যাদি) ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতের ফলন কমপক্ষে চেক জাতের সমান হইলে সারাদেশে ছাড়করণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। আবেদন করিবার সময় বিশেষগুণের উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং যথাযথ প্রমাণক দাখিল করিতে হইবে হইবে।** তবে প্রতিকূল পরিবেশ (বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, অস্বাভাবিক তাপমাত্রা, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি) সহিষ্ণু জাতের

		বিবেচনায় ন্যূনতম ৪টি অঞ্চলে ২টি অনস্টেশন পরীক্ষা এবং ৪টি অনফার্ম পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতটি সমান জীবনকালসম্পন্ন চেক জাত (ছাড়কৃত সর্বাধিক ফলনসম্পন্ন জাত)-এর চাইতে কমপক্ষে ৪টি স্থানে ন্যূনতম ১০% বেশি ফলন হইলে অঞ্চলভিত্তিক/সারাদেশে ছাড়করণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ন্যূনতম ৪টি অঞ্চল না পাওয়া গেলে সেই ক্ষেত্রে ৪টি এর কম সংখ্যক অঞ্চলের ৬টি (২টি অনস্টেশন ও ৪টি অনফার্ম) স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতটি সমান জীবনকালসম্পন্ন চেক জাত (ছাড়কৃত সর্বাধিক ফলনসম্পন্ন জাত)-এর চাইতে কমপক্ষে ৪টি স্থানে ন্যূনতম ১০% বেশি ফলন হইলে অঞ্চলভিত্তিক ছাড়করণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। **-বিডব্লিউএমআরআই কর্তৃক প্রস্তাবিত।**

এ প্রসঙ্গে জনাব আহমেদ শাফী, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন, ইনব্রেড ধান, ইনব্রেড গম ও হাইব্রিড ধানের জাত ছাড়করণ/নিবন্ধন গাইডলাইন জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৭তম সভায় অনুমোদিত হয়।কিন্তু পরবর্তীতে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে ব্রি ও বিডব্লিউএমআরআই হতে লিখিত মতামতসহ আরো কিছু বিষয় অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এখন বিষয়গুলোর এনএসবির অনুমোদন প্রয়োজন।

এ প্রেক্ষিতে ড. মোঃ আকতার হোসেন খান, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন, আমরা গাইডলাইনগুলো পর্যালোচনা করেছি। পরবর্তীতে সংযুক্ত বিষয়গুলো অর্ন্তভূক্ত করে গাইডলাইনগুলো হালনাগাদ করার জন্য এনএসবি বরাবর সুপারিশ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সংযুক্ত বিষয়গুলো অর্ন্তভূক্ত করে গাইডলাইনগুলো হালনাগাদ করার জন্য এনএসবি বরাবর সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৮: ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত এসসিএ-ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাতের ফলাফল উপস্থাপন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৬তম সভায় সর্বশেষ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত সকল হাইব্রিড জাতের ফলন পরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই প্রেক্ষিতে আমন মৌসুমে ব্রি হাইব্রিড ধান৪ ও ব্রি হাইব্রিড ধান৬ এবং বোরো মৌসুমে ব্রি হাইব্রিড ধান১, ব্রি হাইব্রিড ধান২, ব্রি হাইব্রিড ধান৩ , ব্রি হাইব্রিড ধান৫ ও ব্রি হাইব্রিড ধান৮ জাতসমূহের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয় এবং কারিগরি কমিটির মাঠ মূল্যায়ন দল ট্রায়াল পরিদর্শন করেন যেখানে যথারীতি ব্রি, ডিএই ও বিএডিসির প্রতিনিধি অর্ন্তভূক্ত থাকেন।নিম্নে ছকাকারে ট্রায়ালের ফলাফল উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্র.নং	জাতের নাম	মৌসুম	অনস্টেশন	অনফার্ম	গড় ফলন	ব্রি কর্তৃক উল্লেখিত গড় ফলন
১।	ব্রি হাইব্রিড ধান১	বোরো	৮.৪	৮.৩	৮.৩৫	৮.৫
২।	ব্রি হাইব্রিড ধান২	বোরো	৮.৭	৮.৮	৮.৭৫	৮.০
৩।	ব্রি হাইব্রিড ধান৩	বোরো	৮.৮	৮.৭	৮.৭৫	৯.০
৪।	ব্রি হাইব্রিড ধান৪	আমন	৬.৪	৬.২	৬.৩	৬.৫

ক্র.নং	জাতের নাম	মৌসুম	অনস্টেশন	অনফার্ম	গড় ফলন	ব্রি কর্তৃক উল্লেখিত গড় ফলন
৫।	ব্রি হাইব্রিড ধান৫	বোরো	৮.৮	৮.৫	৮.৬৫	৯.০
৬।	ব্রি হাইব্রিড ধান৬	আমন	৬.৩	৬.৪	৬.৩৫	৬.৫
৭।	ব্রি হাইব্রিড ধান৮	বোরো	৯.৫	৯.৩	৯.৪	১০.৫ - ১১.০

এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন, ব্রি হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালে আমন হাইব্রিড ধানের ফলন ভালো হলেও বোরো হাইব্রিড ধানের ফলন কম হয়েছে। ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত আধুনিক ইনব্রেড জাত গুলোর ফলনও ভালো। হাইব্রিডের বিষয়ে ব্রি-কে আরও মনোযোগী হতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ অধিক ফলনশীল হাইব্রিড জাত উদ্ভাবনের বিষয়ে ব্রি - কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় ৯: নার্সারীতে বিক্রীত চারা কলমে ট্যাগ সংযুক্তকরণ এবং চারার বীজমান নির্ধারন।

বীজ আইন, ২০১৮ ধারা-২ এবং উপধারা ১২ (ঘ) অনুযায়ী কাটিংসহ সকল ধরণের কলম বীজের আওতাভূক্ত। নার্সারী গাইডলাইন্স, ২০০৮ এর ৭ নং এর ৭.৮ ও ৮.৩ অনুচ্ছেদে ফলের বেলায় প্রতিটি চারা/কলম এ প্রতি প্যাকেটে ট্যাগ-ল্যাবেল সংযোজন করতে বলা হয়েছে এবং ৮.৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "বাজারজাতকরণের পূর্বে আগ্রহী নার্সারী মালিকগণ নিজ দায়িত্বে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী হতে চারা, কলম বা প্রপাগ্রিউলের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে পারিবেন"। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাধ্যমে চারাকলমের সার্টিফিকেশন বা ট্যাগ নেওয়া হলে ভালো ও উন্নত মানের চারা কলমের সরবরাহ নিশ্চিত করা যাবে। এতে করে চারা কলমের উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে এবং কৃষক লাভবান হবে। নার্সারী চারাকলম যেহেতু অনিয়ন্ত্রিত ফসলের আওতাভূক্ত, ফলে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর এর প্রত্যয়ন প্রদানের বাধ্যবাধকতা নেই। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে নার্সারী মালিকগণের জন্য চারা বিতরণের সময় ট্যাগ সংযোজনের বিষয়টি অত্যাবশ্যকীয় করা যেতে পারে।

এমতাবস্থায়, চারাকলমকে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সার্টিফিকেশনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য চারাকলমের বীজমান নির্ধারন করা প্রয়োজন। চারাকলমের বীজমান নির্ধারনের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

এ প্রেক্ষিতে জনাব আহমেদ শাফী, পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন, বাংলাদেশে অনেক নার্সারী রয়েছে। আজকের সভা যদি সুপারিশ করে এবং এনএসবি যদি সিদ্ধান্ত দেয় যে, সারা বাংলাদেশের নার্সারী মালিকগন এখন থেকে চারাকলমে ট্যাগ সংযোজন করবে তাহলে নার্সারী গাইডলাইন অনুযায়ী ট্যাগ-লেবেলে নার্সারীর নাম, সংক্ষিপ্ত ঠিকানা, প্রপাগিউল সামগ্রীর নাম, জাত, বীজের উৎস ও বীজ লাগানো বা কলম বাধার তারিখ লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে চারা কলমের মান নিশ্চিতকরণ এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

সভাপতি মহোদয় নার্সারী মালিকগন নিজেরাই ট্যাগ দিবে কিনা এবং কোন নার্সারীগুলো ট্যাগ দিবে এ বিষয়ে জানতে চান।

এর উত্তরে জনাব ড. মোঃ সাইফুল আলম, উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন, Horticulture Centre সহ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রথম ট্যাগ প্রদানের আওতায় আনতে হবে।

জনাব মোহাম্মদ এনায়েত-ই-রাব্বি, উপপরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ) বলেন, চারা কলমে ট্যাগের প্রচলন থাকলে নার্সারী মালিকগণ চারাকলমের মার্তৃজাতসহ জাতের নাম উল্লেখ করতে বাধ্য থাকবে যা মন্দের ভালো।

সভাপতি মহোদয় বলেন, প্রথমে সরকারী নার্সারীগুলোকে চারাকলমে ট্যাগ সংযোজনের আওতায় আনতে হবে। এতে কিঞ্চিত দায়বদ্ধতা আসবে। এ বিষয়টি অবগত করার জন্য নার্সারী এসোসিয়েশন, ডিএইসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজন্সী একটি কর্মশালার আয়োজন করতে পারে। এতে করে আলোচনার মধ্য দিয়ে ভালো সিদ্ধান্ত আসবে।

সিদ্ধান্তঃ নার্সারী এসোসিয়েশন, ডিএইসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজন্সী চারা কলমে ট্যাগ দেয়ার বিষয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্য বিষয় ১০: অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন সংক্রান্ত।

বর্তমানে প্রচলিত অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কোন ভূমিকা নেই। অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত আমদানী বা উদ্ভাবনের পর জাত আমদানী বা উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন জাতের ট্রায়াল বাস্তবায়ন করে থাকে। এ ট্রায়ালের যথাযথ মাঠ মূল্যায়ন বা পরিদর্শনের জন্য বর্তমানে কোনো কমিটি বা দল নেই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রতিনিধি অর্ন্তভূক্ত করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। উক্ত কমিটি বা দল মাঝে মাঝে বিভিন্ন ট্রায়াল পরিদর্শন করতে পারে। এ বিষয়টি কারিগরি কমিটির ১০৮তম সভায় আলোচিত হয় এবং জনাব মোঃ শাহজাহান আলী, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সোসাইটি অব সীড টেকনোলজি মহোদয়ের অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধনের বিদ্যমান পদ্ধতি ও পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনাপূর্বক তথ্যাবলী উপস্থাপন করেন।

এ প্রসঙ্গে জনাব আহমেদ শাফী, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন করে থাকে। জাতের নিবন্ধন চাহিত প্রতিষ্ঠানগুলো নিবন্ধনের আবেদন করার সময় আবেদনপত্রে কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে। বীজ উইং এর জনবল কম রয়েছে। ফলে মাঠে ট্রায়াল পরিদর্শনের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যেগুলো যাচাই করার জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীসহ অন্যান্য সংশ্লিস্ট প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

সভপতি মহোদয় জানতে চান সীড উইং এর সদস্যদের মাঠে এক্সেস কিনা?

এর উত্তরে ড. মোঃ আকতার হোসেন খান, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন, অনিয়ন্ত্রিত ফসলের মাঠ পর্যায়ের ট্রায়ালে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ জড়িত থাকেন। এছাড়াও বীজ উইং এর কর্মকর্তারা মাঠ পরিদর্শন করেন।

কারিগরি কমিটির ১০৮তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জনাব মো.শাহজাহান আলী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সোসাইটি অফ সীড টেকনোলজি অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধনের বিদ্যমান পদ্ধতি ও পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনাপূর্বক তথ্যাবলী উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, বাংলাদেশে মোট ৮০টি ফসলের মধ্যে ৭টি নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত ছাড়করণ (Release) করা হয় এবং ৭৩টি অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন (Registration) করা হয়। ভারতে সকল ফসলকেই Release এবং Notification করা হয়। ভারতের State Seed Release Committee জাতগুলো Statewise Release করে থাকে। অতঃপর বাজারজাতকরণের পূর্বে Central Seed Committee of India (NSB এর অনুরূপ) Variety Notification করে থাকে। তিনি Variety Release এবং Notification এর একটি Flow Chart উপস্থাপন করেন। সাধারণত ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ট্রায়াল পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

সিদ্ধান্তঃ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক একটি কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

আলোচ্য বিষয় ১১: বীজ প্রত্যয়ন এজন্সী হতে ইক্ষুর সার্টিফিকেশন গ্রহন এবং ইক্ষুর নতুন জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আওতায় ট্রায়াল বাস্তবায়ন।

২০ জানুয়ারী, ২০২২ তারিখে ইক্ষুর বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির গাইডলাইন এবং ইক্ষুর জাত উন্নয়ন, মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতি এর গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন হয়। ফলে এখন থেকে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ইক্ষু বীজের সঠিক উৎস জেনে ইক্ষু বীজের মাঠ মান (Field Standard) যাচাই করে মাঠ প্রত্যয়ন এর মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর বীজ এর প্রত্যয়ন প্রদানে আইনগত কোন বাধা নেই। দেশের স্বার্থে, কৃষকের হাতে চাহিদাসম্পন্ন, ট্যাগযুক্ত, রোগমুক্ত, বিজাতবিহীন মানসম্পন্ন ইক্ষুর বীজ পৌঁছে দেয়ার জন্য ইক্ষু বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমুহের বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী হতে প্রত্যয়ন প্রয়োজন। নতুন জাত ছাড়করণের পূর্বে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে প্রস্তাবিত জাতের পরপর দুই বছর ডিইউএস পরীক্ষা সম্পন্ন হয়ে থাকে। ফলে কোন নতুন জাত সহজে সনাক্ত করা সম্ভব হয়। অতঃপর এক বছর মাঠ মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রস্তাবিত জাতের অঞ্চল ভিত্তিক ফলন, গড় ব্রিক্স, রোগ ও পোকার প্রাদুর্ভাব, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য জানা যায়। এজন্য ইক্ষুর জাত উন্নয়ন, মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতি, ২০২২ অনুসরণপূর্বক ইক্ষুর নতুন

জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট বা অন্য কোনো ইক্ষু গবেষণা/উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে গাইডলাইন অনুযায়ী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর বীজ প্রত্যয়ন বা ছাড়করণের কোনো আবেদন পাওয়া যায়নি। সুতরাং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল ইক্ষু গবেষণা ও ইক্ষু বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে গাইডলাইন অনুযায়ী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী হতে প্রত্যয়ন গ্রহন করার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।

সভপতি মহোদয় বলেন, যেহেতু ইক্ষুর গাইডলাইন হয়ে গেছে, সেহেতু সংশ্লিষ্ট ইক্ষু গবেষণা ও ইক্ষু বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও ডিলারকে গাইডলাইন অনুযায়ী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী হতে প্রত্যয়ন গ্রহন করতে হবে। এ জন্য বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সকল ইক্ষু গবেষণা/উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও ডিলারকে বিষয়টি চিঠি দিয়ে জানাতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ বীজ প্রত্যয়ন এজন্সী হতে ইক্ষুর প্রত্যয়ন গ্রহন এবং ইক্ষুর নতুন জাত ছাড়করণে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আওতায় ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সকল ইক্ষু গবেষণা/উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিঠি দিয়ে জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

অবশেষে সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

২৩/০৫/২০২৪

ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার
নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি
এবং
সভাপতি
জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি